গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় কৃষি মন্ত্রী জনাব এ,জেড,এম,ওবায়দুল্লাহ খাঁন কর্তৃক ৬ সেপ্টেম্বর ১৯৮২ সালে উদ্বোধন করা হয়। বর্তমানে মৎস্য প্রজনন ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, রায়পুর, লক্ষ্মীপুর মৎস্য অধিদপ্তরের একটি সফলতম প্রতিষ্ঠান। এ কেন্দ্রের কার্যক্রম পারিচালিত হয় দুইট কম্পোনেন্টের মাধ্যমে যার একটি হলো উৎপাদন কম্পোনেন্ট এবং অন্যটি প্রশিক্ষণ কম্পোনন্ট। মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে কার্যক্রম শুরু হলেও এ কেন্দ্রটি বাংলাদেশের মাছচাষ সম্প্রসারণ ও প্রযুক্তি উদ্ভাবনে অসামান্য অবদান রেখে আসছে। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই এ কেন্দ্রের উদ্দেশ্য ছিল মৎস্য চাষীদের গুনগত মানসম্পন্ন রেণু ও পোনার সরবরাহ নিশ্চিত করা। অত্র কেন্দ্রে যে সকল প্রজাতির মাছের প্রজনন করা হয় : ক) কাতলা খ) রুই গ) মৃগেল ঘ) কালিবাউস ঙ) গ্রাস কার্প চ) সিলভার কার্প ছ) বিগহেড কার্প জ) থাই সরপুঁটি ঝ) কমন কার্প ঞ) মিরর কার্প ট) গিফট (তেলাপিয়া) ঠ) পাংগাস ড) বাটা / ভাঙ্গন বাটা | তা ছাড়া কেন্দ্রের আরেকটি উদ্দেশ্য হলো দেশের মৎস্যচাষ ও সম্প্রসারণ কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়নে দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির জন্য বিভাগীয় কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ মাঠ পর্যায়ে মৎস্য সেক্টরের নিয়োজিত সর্বস্তরের জনগনকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান। প্রশিক্ষণ উপকরণ এর কিছুটা সীমাবদ্ধতা থকলেও এখান থেকে গড়ে প্রতি বছর ৩০০-৩৫০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে। সম্পূর্ণ সেবামূলক হলেও এ কারখানাটি প্রতিবছর দেশে মাছের চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি সরকারী কোষাগারে জমা দিচ্ছে বড় অংকের রাজস্ব যা একক মৎস্য হ্যাচারী / খামার হিসেবে মৎস্য মৎস্য অধিদপ্তরের সর্বোচ্চ। এ প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন ক্ষমতা কিছু গুরুত্বপূর্ণ সংস্কারের মাধ্যমে আরো বৃদ্ধি করা সম্ভব।